দেশীয় মুরগির জাত পরিচিতি

বাংলাদেশ পশুসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান
সাভার, ঢাকা

দেশীয় মুরগির জাত পরিচিতি

বাংলাদেশ পশুসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান
সাভার, ঢাকা

দেশীয় মুরগির জাত পরিচিতি

ডঃ কাজী এম ইমদাদুল হক
দুলাল চন্দ্র পাল
পোল্ট্রী উৎপাদন গবেষণা বিভাগ

বাংলাদেশ পশুসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান
সাভার, ঢাকা

দেশীয় মুরগির জাত পরিচিতি

বি এল আর আই প্রকাশনা নং ৫৯

প্রথম সংস্করণ ঃ ৫০০০ (পাঁচ হাজার) কপি

প্রকাশনায় ঃ
বাংলাদেশ পশুসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান
সাভার, ঢাকা- ১৩৪১
ফোন ঃ ৯৩৩২৮২৭
ফ্যাক্স ঃ ৮৮ ০২ ৮৩৪৩৫৭
ই-মেইল ঃ dgblri@bangla.net

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশকাল ঃ
সেপ্টেম্বর ১৯৯৯

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ঃ
আমিনুল ইসলাম

আলোকচিত্রে ঃ
দেবব্রত চৌধুরী

মুদ্রণে ঃ
বাঁধন এন্টারপ্রাইজ
৪০১/এ দক্ষিন গোড়ান
ঢাকা

মুখবন্ধ

বাংলাদেশে শতকরা ৮০ ভাগ মুরগিই চড়ে খাওয়া এবং দেশী জাতের। মুরগির মাংস এবং ডিমের সিংহভাগ দেশী মুরগি থেকে আসে। দেশে ক্রমবর্ধমান চাহিদা এবং প্রয়োজনের তাগিদে বাণিজ্যিক মুরগি পালনের আশাতীত প্রসার লাভ ঘটলেও দেশী মুরগির তেমন উন্নতি ঘটেনি; এমনকি এর উন্নতির কোন পদক্ষেপও ইতিপূর্বে গৃহীত হয়নি। বাংলাদেশ পশুসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি লগ্ন থেকেই পশুসম্পদ এবং মোরগ-মুরগী উন্নয়নের নিমিত্তে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। দেশীয় মুরগি আর্থ- সামাজিক উন্নয়নে এক বিরাট অবদান রাখতে সক্ষম। দেশীয় মুরগি সংগ্রহ করে ইহার কৌলিকমান, মানউন্নয়ন এবং নির্বাচনের মাধ্যমে বিশেষ ধরনের উৎপাদনক্ষম মুরগির জাত তৈরীর কাজ প্রতিষ্ঠান শুরু করেছে। আমার ধারণা 'দেশীয় মুরগির জাত পরিচিতি' বাংলাদেশে এটাই প্রথম প্রকাশিত পুস্তিকা। এই ধরনের পুস্তিকা দেশী জাতের পরিচিতি ও জাত সংরক্ষন কাজে এবং সংশ্লিষ্ট খামারী, গবেষক এবং বিশেষজ্ঞদের উপকারে আসবে বলে আশা করি।

ডঃ জাহাঙ্গীর আলম খান
মহাপরিচালক (চঃ দাঃ)
বাংলাদেশ পশুসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান
সাভার, ঢাকা

দেশীয় মুরগির জাত পরিচিতি

জাত ঃ **গলাছিলা**

প্রাপ্তিস্থান ঃ বাংলাদেশের প্রত্যেক এলাকায় কমবেশী পাওয়া যায়।

সাধারন বৈশিষ্ট ঃ লোমহীন পা, হলদে চামড়া, গলায় লোম থাকে না। বিভিন্ন রংয়ের পালক দেখা যায় তবে কাল এবং লালচে কাল বেশী গোচরিভূত হয়। একটি পূর্ণ বয়স্ক মোরগের গড় ওজন ১.৫০-২.২৫ কেজি এবং মুরগীর ওজন ১.২০-১.৫০ কেজি। বাৎসরিক ডিম উৎপাদন ক্ষমতা গড়ে ৯০-১২০ টি। প্রতিটি ডিমের গড় ওজন ৪২ গ্রাম। ডিমের রং হালকা বাদামী। মুরগীর ডিম পাড়া শেষে তা দিতে বসে। চরে খাওয়ায় অত্যধিক অভ্যস্থ। রোগ বালাই কম হয়। দেশের বিভিন্ন ঋতুতে মানানসই। প্রথম ডিম পাড়ার বয়স ৬-৭ মাস। আবদ্ধাবস্থায় প্রতিটা মুরগি দৈনিক গড়ে ১০৫-১১০ গ্রাম খাবার খায়।

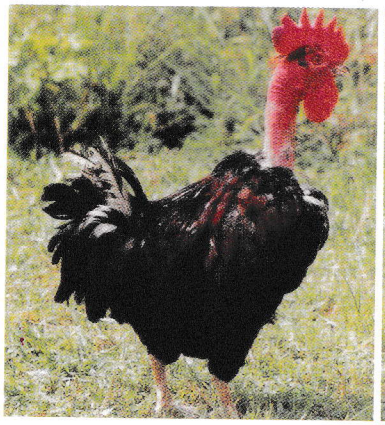

মোরগ

মুরগী

জাত ঃ **হিলি**

প্রাপ্তিস্থান ঃ চট্টগ্রাম এলাকা বিশেষ করে পার্বত্য এলকায় এই জাতের মুরগি পাওয়া যায়।

সাধারণ বৈশিষ্ট ঃ দেখতে অনান্য সাধারণ মুরগীর চেয়ে গোলাকৃতি, পালকহীন পা, হলদে চামড়া বিশিষ্ট বিভিন্ন রংয়ের মুরগি দেখা যায় তবে ধূসর এবং লালচে মুরগি বেশী। সাধারন দেশী মুরগির চেয়ে অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার হয়। মোরগ-মুরগীর গড় ওজন যথাক্রমে ২.০০- ৩.৫০ এবং ১.৫০- ২.০০ কেজি। বাৎসরিক ডিম উৎপাদন গড়ে ৮০- ১০০ টি। ডিমের রং হালকা বাদামী। চড়ে খেতে অভ্যস্থ। ডিম পাড়া শেষে মুরগী তা দিতে বসে। রোগ বালাই কম হয়। দেশের আবহাওয়ায় খাপ খাওয়াতে পারে। প্রতিটা ডিমের গড় ওজন ৪২ গ্রাম। প্রথম ডিম পাড়ার বয়স ঋতুভেদে ৬-৭ মাস। প্রতিদিন গড়ে একটি মুরগী ১০৫-১১০ গ্রাম খাবার খায়।

মুরগী

মোরগ

জাত ঃ **ইয়াছিন**

প্রাপ্তিস্থান ঃ পার্বত্য এলাকা বিশেষ করে বান্দরবন এবং টেকনাফে পাওয়া যায়।

সাধারন বৈশিষ্ট ঃ হালকা সোনালী লালচে রংয়ের মুরগি সচরাচর দেখা যায়। মোরগগুলো লড়াইয়ের জন্য বেশ উপযুক্ত। গলাছিলা এবং হিলির তুলনায় ডিম কম পাড়ে। প্রতিটা ডিমের গড় ওজন ৪৪ গ্রাম। ডিমের রং হালকা বাদামী। মুরগী ডিম পাড়া শেষে তা দিতে বসে। প্রাপ্ত বয়স্ক একটি মোরগের গড় ওজন ২.০০-৩.৫০ কেজি এবং একটি মুরগীর গড় ওজন ১.৫০-২.২৫ কেজি। গড়ে একটি মুরগি দিনে ১২০-১২৫ গ্রাম সুষম খাবার খায়। প্রথম ডিম পাড়ার বয়স ঋতুভেদে ৭-৮ মাস।

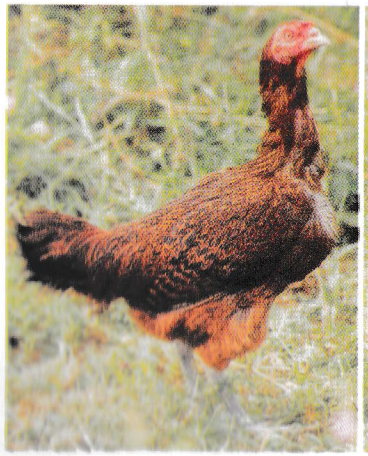

মুরগী

মোরগ

জাত ঃ **আসিল্**

প্রাপ্তিস্থান ঃ বৃহত্তর কুমিল্লা বিশেষ করে ব্রাহ্মনবাড়ীয়ার সরাইল এলাকা।

সাধারন বৈশিষ্ট ঃ গাড় খয়েরী রংয়ের পালক দেখা যায়। লোমবিহীন পা এবং পা অপেক্ষাকৃত অন্যান্য দেশী জাতের মুরগির চেয়ে লম্বা। নিবীড় পালন পদ্ধতিতে ইহার বংশবৃদ্ধি ভাল না। মাংস উৎপাদনকারী জাতের উৎস হিসেবে পরিচিত। বৎসরে গড়ে ৩০-৩৫ টি ডিম দেয়। ডিমের গড় ওজন ৪৫গ্রাম। মুরগী ডিম পাড়া শেষে তা দিতে বসে। মোরগ লড়াইয়ের জন্য বিখ্যাত। প্রতিটি মোরগ-মুরগীর গড় ওজন যথাক্রমে ২.৫০-৪.৫০ এবং ১.৭০-২.৫০ কেজি। প্রথম ডিম পাড়ার বয়স ঋতুভেদে ৮-১০ মাস। প্রতিটি মুরগি গড়ে প্রতিদিন ১৩০গ্রাম খাবার খায়।

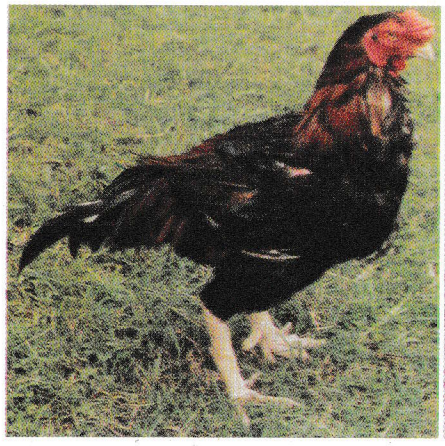

মোরগ

মুরগী

জাত ঃ **সাধারণ দেশী**

প্রাপ্তিস্থান ঃ বাংলাদেশের সর্বত্র পাওয়া যায়। সচরাচর যে সকল মোরগ-মুরগী গ্রামে-গঞ্জে, হাটে- বাজারে দেখা যায়, তা প্রায় সবই এই জাতের অন্তর্ভূক্ত।

সাধারণ বৈশিষ্ট ঃ নির্দ্দিষ্ট কোন রং এর অন্তর্ভুক্ত হয় না। তবে বিজ্ঞানীবৃন্দ সোনালী রং এর মোরগ এবং মুরগীর ব্যাপারে অধিক আশাবাদী। লোমহীন পা, হলদে চামড়া। সিকেল ফিদার লম্বা এবং স্পষ্ট। একটি পূর্ণ বয়স্ক মোরগের গড় ওজন ১.৫০-২.০০ কেজি এবং মুরগীর গড় গজন ১.০০-১.৫০ কেজি। বৎসরে গড়ে প্রতিটা মুরগী ৫০-৬০টি ডিম দেয়। তবে পর্যায়ক্রমে সিলেকশনের মাধ্যমে রং নির্দিষ্ট করণ এবং ডিম উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে। প্রতিটা ডিমের ওজন ৩৫-৪০ গ্রাম। ডিমের রং হাল্কা সাদা থেকে গাড় বদামী। কিন্তু বর্ণিত সোনালী রং এর মুরগির ডিমের রং মাঝারী বাদামী। মুরগী ডিম পাড়া শেষে তা দিতে বসে। চালাক এবং চরে খাওয়াতে অত্যন্ত অভ্যস্থ। শিয়াল, বেজি, কাক,

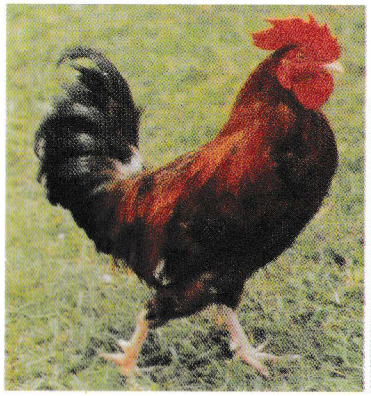

মোরগ

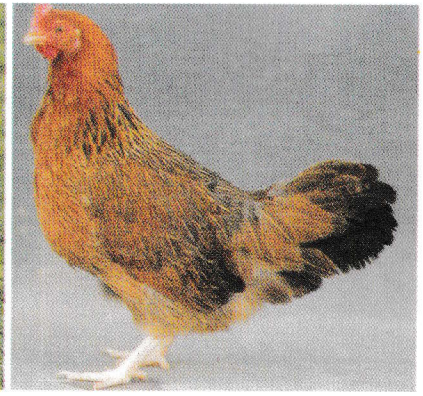

মুরগী

চিল প্রভৃতি আক্রমনকারীদের হাত থেকে বাচ্চাদের রক্ষা করার জন্য অপ্রতিদন্দ্বী। একটি মুরগি গড়ে প্রতিদিন ৯০-১০০ গ্রাম সুষম খাদ্য খায়।

জাত ঃ **দেশী ডোয়ার্ফ**

প্রাপ্তিস্থান ঃ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্ষিপ্তভাবে এই জাতের মুরগি পাওয়া যায়।

সাধারন বৈশিষ্ট ঃ মোরগ-মুরগীর মধ্যে বৈচিত্রময় পালক দৃষ্টিগোচর হয়। অনেক রং এর মধ্যে লাল রং এর মোরগ বেশী দেখা যায় এবং আকর্ষণীয়। মুরগীর মধ্যে হালকা লাল-মেটে রং প্রধান। প্রতিটি মুরগির দৈনিক গড় খাদ্য গ্রহণ ৮০ গ্রাম। এই জাতিয় মুরগির পা এর নলি (Shank) অপেক্ষাকৃত খাট। যা সহজে অন্যান্য সাধারণ মুরগি থেকে আলাদা করা য়ায়। বয়স্ক মুরগীর গড় দৈহিক ওজন ১.২৮ কেজি এবং মোরগের গড় দৈহিক ওজন ১.৬০ কেজি। বাৎসরিক গড় ডিম উৎপাদন ১২১ টি এবং প্রতিটা ডিমের গড় ওজন ৩৯ গ্রাম।

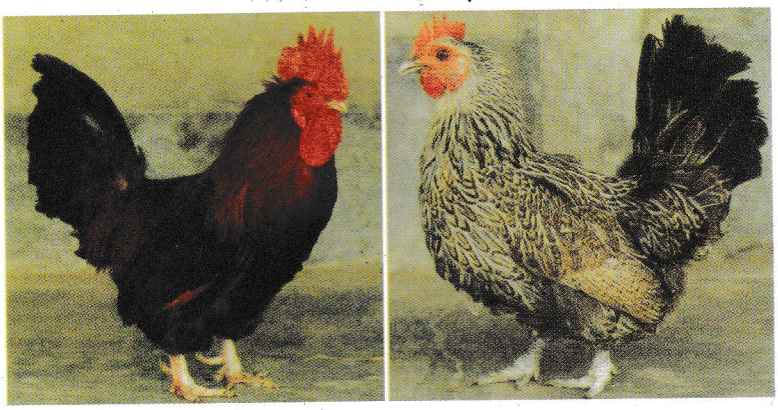

মোরগ মুরগী

উৎস ঃ টি, ইয়াসমিন এবং হাউলিদার, ১৯৯৮, তথ্যসমূহ ঃ মুরগির দৈহিক ওজন, ডিমের সংখ্যা, ডিমের গড় ওজন এবং মুরগির খাদ্য গ্রহন।